যুগান্তর

তারিখ ... 07 DEC 2015 ...
পৃষ্ঠা ... ২ ... কলাম ... ৪ ...

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

সিনিয়র ছাত্র ও বয়কে পেটাল ছাত্রলীগকর্মী

বিশ্ববিদ্যালয় রিপোর্টার

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের (ঢাবি) বিজয় একাত্তর হলের ক্যান্টিনে খাবার দিতে দেরি হওয়ায় ক্যান্টিন বয়কে পিটিয়েছেন এক ছাত্রলীগকর্মী। মারধর ঠেকাতে গেলে সিনিয়র এক ছাত্রকেও শারীরিকভাবে লাঞ্ছিত করেন তিনি। রোববার দুপুরে এ ঘটনা ঘটে।

অভিযুক্ত ছাত্রলীগকর্মীর নাম মোকাম্মেল। তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা ও গবেষণা ইনস্টিটিউটের প্রথম বর্ষের ছাত্র। মোকাম্মেল হল শাখা ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক ফুয়াদ হোসেন শাহাদাতের কর্মী। মারধরে আহত ছাত্র কামরুল ইসলাম ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগের তৃতীয় বর্ষের ছাত্র এবং ক্যান্টিন বয়ের নাম শাহজাহান।

হল সূত্রে জানা যায়, হল শাখা ছাত্রলীগের অর্ধশত নেতাকর্মী নিয়মিত ক্যান্টিনে ফাও খান। তারা নিয়ম অনুযায়ী, টোকেন না নিয়েই খাবার খেয়ে, থাকেন। প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, রোববার দুপুর দেড়টার দিকে ক্যান্টিনে টোকেন ছাড়া খেতে বসেন ফুয়াদের কর্মী মোকাম্মেল। এ সময় খাবার আনতে দেরি করায় শাহজাহান নামে কর্মচারীকে মারধর করেন মোকাম্মেল। মারধর ঠেকাতে এলে হলের সিনিয়র ছাত্র কামরুলকেও মারধর করেন তিনি। পরে হলের নেতারা এসে বিষয়টি মীমাংসা করে দেন।

মারধরের শিকার কামরুল ইসলাম যুগান্তরকে বলেন, আমি হলে ঢুকে দেখি মোকাম্মেল ক্যান্টিনের ওই কর্মচারীকে মারধর করছে। থামাতে গেলে সে আমার ওপর ক্ষিপ্ত হয়ে যায় এবং লাথি দেয়। এতে আমার হাত থেকে দুটি মোবাইল ফোন পড়ে ভেঙে যায়। পরে হলের বড় ভাইয়েরা এসে বিষয়টি মীমাংসা করে দেন।

ক্যান্টিনের পরিচালক মো. ইসমাইল ও মারধরের শিকার কর্মচারী শাহজাহান জানান, হলের ক্যান্টিনে টোকেন ছাড়া খাওয়া নিষেধ রয়েছে। কিন্তু হল শাখা ছাত্রলীগের প্রায় অর্ধশত নেতাকর্মী প্রতিনিয়তই টোকেন ছাড়া খাবার খান। রোববার খাবার দিতে দেরি হওয়ায় মোকাম্মেল মারধর শুরু করেন। হল শাখা ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক ফুয়াদ হোসেন শাহাদাত বলেন, মোকাম্মেল ছাত্রলীগের কেউ না। ফাও খাওয়ার অভিযোগও তিনি অস্বীকার করেন। হল প্রাধ্যক্ষ অধ্যাপক ড. এজেডএম শফিউল আলম ভূঁইয়া যুগান্তরকে বলেন, ঘটনা তদন্ত করে অভিযুক্ত ছাত্রের বিরুদ্ধে উপযুক্ত ব্যবস্থা নেয়া হবে।